

তাদরীস

প্রতিষ্ঠাতা ও চিরস্থায়ী মুতাওয়াল্লী

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর” চিরস্থায়ী সাইয়িদ ও ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়িদিনা, মুরশিদনা, হাবীবিনা, শাফীয়া, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়িদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্বাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহ্ সূফী খাজা শায়খ সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বক্শি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)

সভাপতি

শাহ্ সূফী সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

মহাসচিব ও অর্থ সম্পাদক

শাহ্ সূফী আবুল খায়ির জাহিদ হাসান শাকির হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

সহ-সভাপতি

শাহ্ সূফী আবুল খায়ির ফারুক আহমেদ হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

সার্বিক সহযোগিতা ও গবেষণা এবং তথ্যপ্রযুক্তি

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় পরিচালক

শাহ্ সূফী আবুল খায়ির হাসিবুল হাসান হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

প্রচার সম্পাদক

শাহ্ সূফী আবুল খায়ির মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মুহাম্মদী

উপদেষ্টামন্ডলী

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া তুরীক্বাহর দরবার শরীফের সকল মুরীদ-ভক্ত, আশিক-জাকির

সূচীপত্র

- তফসীর-ই-ওয়াজীহ------৬
- হযুর-ই-পাক (ﷺ) এর রওয়া মোবারকের শান -----১৩
- ইলমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-----১৬
- নূর-ই-মোহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-----১৮
- Life History of Wajeeh -----২৯
- দিওয়ান-ই-হাসেমী-----৩১

প্রকাশনায়

প্রকাশনা বিভাগ- হাসেমী'স রিসার্চ একাডেমি

পরিবেশনায়

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট

শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

ফোনঃ ০১৫৩৭০২২২৪৬, ০১ ৭৭১৯৬১১১৮

E-mail: hashemisresearchfoundation@yahoo.com

হাদিয়াঃ ১৫ টাকা

➤ **প্রতিষ্ঠাতা মুতাওয়াল্লি :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” চিরস্থায়ী ইমাম আমার ও আমাদের প্রানের মামদু সাইয়্যিদিনা, মুরশিদুননা, হাবীবিনা, শাকীয়িনা, তাজিদার-ই-বাংলা, সাইয়্যিদুল আউলিয়া ওয়াল মাজাহিবীন, সিরাজুল আইম্মাহ, ইজাদ-ই-আহলিস সুন্নাহ, মুরশিদ-ই-আযম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, শাসুল আরিফীন, নকশা-ই-নবী, নকশা-ই-মোহাম্মদ, নকশা-ই-রাসুল আলহাজ্জ হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ আল-ফরুক্কী, আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) নানুপুরী, চাঁদপুরী, ঢাকা আহমদপুরী, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুরী, নারায়ণগঞ্জী, মুসী, সুন্নী, হানাফী, কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী মুজাদ্দিদী, মোহাম্মদী (ডবল টাইটেল, অল-ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, রিসার্চ-স্কলার, ডক্টোরেট, অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর তফসীর, মাদরাসা-ই-আলীয়া, বক্শি বাজার, ঢাকা, বাংলাদেশ)।

➤ **মহাপরিচালক :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর” একমাত্র খলীফা, মুরশিদ-ই-মুকামিল, উস্তাজুল আছতিজা, শামসুল হুদা, নূরুল হুদা, ইমামুল আইম্মাহ, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, সিরাজুল খোলাফা, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, ইসলামাবাদী, চট্টগ্রামী, ত্রিপুরায়ী, (কুমিল্লায়ী) চাঁদপুরী, (সিক্ত্রপল খিলাফত, ত্রিপল টাইটেল, বি.এ, অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ) ৮/এ শাহী মঞ্জিল রাণী‘মার রওদ্দাহ শরীফ, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

➤ **প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ উল্লাহ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আল-ক্বোরাইশী, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, চাঁদপুরী, কুমিল্লায়ী, বি.এ, বি.এড, ডি.এস এম.এস. (প্রাক্তন সচিব পর ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়)।

➤ **ভাইস- প্রেসিডেন্ট :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির শাকীর মোহাম্মদ জাহিদ হাসান ফারুক্কী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।

➤ **মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ মোহাম্মদী ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’

শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৬৩৫২৭।

➤ **উপ-মহাসচিব (উপ-মহাসম্পাদক) :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহসূফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ হাসিব আল-হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী। বি.বি.এ, এম.বি.এ।

➤ **দাতা ও অর্থ সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ আবু সাঈদ হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী আহমদপুর (যাত্রাবাড়ি) ঢাকা। বি.বি.এ, এম.বি.এ।

➤ **প্রচার সম্পাদক ৪ :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহুর খলীফা” মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত শাহসূফী আবুল খায়ির মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান রনী হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী

উপদেষ্টা মন্ডলী

৬. **প্রাক্তন উপদেষ্টা :** “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদিয়া তুরীক্বাহ” খলীফা, সাইয়্যিদুস সুহাদা, নকশা-ই-হাসেমী, মামুর-ই-ওয়াজীহ, তাকরীর-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-ওয়াজীহ, নকশা-ই-সাহাবা, হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মাদ শাহজাদ মাহবুবীহ জামায়াত হাসেমী

ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাঃজিঃ আলী) আল-ক্বোরাইশী, চাঁদপুরী, 'চ/এ শাহী মঞ্জিল' শাহী মহল্লা শরীফ, আল-হাশেমী, আল-আদী, ফাতেমী, (কুমিল্লায়ী) কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা :

“ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট” শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

আমার মুরশিদ ক্বিবলাহু কর্তৃক আদিষ্ট ও অনুমোদিত।

নিবেদক : আমি আহ্‌কার (আমি গুনাহ্‌ গার)

গবেষণা, রচনা ও সম্পাদনা : উস্তাজুল আছতিজা হযরত মাওলানা শাহ-সুফী খাজা শায়খ সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামছুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (সিক্সপল খিলাফত, ত্রিপুর টাইটেল, বি.এ.অনার্স (আরবী) এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি.এইচ.এম. এস. ঢাকা, বাংলাদেশ)।

সৌজন্যে : “ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ্‌ এঁর দরবার শরীফ”, ‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’, ‘মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া’ ‘রাণী মা’র রওছাহ শরীফ, ‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

প্রকাশনা : ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট, শাহী মহল্লা শরীফ।

পাণ্ডিত্য

✽ আখ্‌ফা-ই-মোহাম্মদীয়া দরবার শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ মাদরাসা-ই-মোহাম্মদীয়া, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ‘মসজিদ-ই-নকশা-ই-নববী’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ‘চ/এ শাহী মঞ্জিল’ শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ খাদিজ মার রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ শরীফের রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ইন্টেলিজেন্ট : শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ রাণী মা এঁর রওছাহ শরীফ, শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ শাহী হোমিও ক্লিনিক, শাহী বাজার, শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ।

✽ ওয়াজীহিয়া মোহাম্মদীয়া ত্বরীক্বাহ্‌র দরবার শরীফ, ০১৯২৮৯৬৩৭১৫, ০১৬৮০০০৮৭৮৪. শাহী বাগান লেন, শাহী মহল্লা শরীফ, শাহী বাজার, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ।

✽ মোহাম্মদীয়া বায়নাদী দোকান : (নাসিরুদ্দীন ভাই) ০১৭১৬৫২০৯১২. নিউ আলাউদ্দীন সুপার মার্কেট, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।

✽ শাহী কম্পিউটার সেন্টার : (হোসাইন ভাই) কাজী খোরশেদ প্লাজা, পাগলা বাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ। ০১৭৩৭৯৪১৯১৩, ০১৯২৩৮৩৭৫৪৫

✽ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্‌ এঁর হোমিও ক্লিনিক, হাসনাবাদ, কেরানীগঞ্জ।

✽ মেসার্স ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ৭৬ পুরানা পল্টন লাইন, (বিজয় নগর) ঢাকা ১০০০।

মোহাম্মদ ফারুক আহমদ ওয়াজীহ ‘মোহাম্মদীয়া মঞ্জিল’ শাহী মহল্লা শরীফ, কুতুবপুর, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ। ফোন ৯৩৫৬৬৮০, ০১৭১১৯৪৯১৭৯, ০১৯১১৩৩৩৫২৭

ভূমিকা

'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরিক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) একটি গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা যা শরীয়ত ও তুরীক্বত বিষয়ক তথ্যনির্ভর, গবেষণামূলক মৌলিক ও অনূদিত রচনা শিক্ষার্থী, সাধারণ মানুষ, আলিম ও স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও তুরীক্বতের আলো সকলের নিকট পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজন সকল সময়েই সকল সমাজে অনুভূত হয়। তাই 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র উদ্যোগে হাসেমী রিসার্চ একাডেমি' এর পরিবেশনায় 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ইন্টেলিজেন্ট তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করে থাকে।

উদ্দেশ্য

শরীয়তের পাশাপাশি তুরীক্বতের গবেষণা ও আলোচনা দিন দিন মানুষের মধ্য থেকে উঠে যাচ্ছে। এই অবস্থা এতই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে সাধারণ মানুষের সাথে সাথে আলেম সমাজও তুরীক্বত-তাছাউফ বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। যার কারণে শরীয়তের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষ সত্যিকার ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূরনবী ﷺ এর ফয়েয ও বরকতে ও আমাদের প্রাণের মামদূহ, আল্লাহর মাহবুব, তাজিদার-ই-বাংলা, নকশা-ই-নবী, সাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ ﷺ এর নেগাহ ও করমে 'ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরিক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস (تدریس) প্রকাশ করা হচ্ছে।

সম্পাদকের বানী

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর রহমতে, নূর নবীজির সদকায়, ওয়াজীহ'র ফয়েয ও বরকত এবং হযুর কিবলার নেগাহ ও করমে তাদরীস এখন মাসিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এখন থেকে আপনারা তাদরীস প্রতি মাসের ৬ তারিখে পাবেন।

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীক্বাহ'র মুখপত্র তাদরীস ইসলামের তথ্য শরীয়ত ও তুরীক্বতের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা প্রকাশ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় নবম সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আশা করি এবারও পাঠকবৃন্দ উপকৃত হবেন।

বিগত ঈদে মীলাদুননবী জাক-জমকভাবে "মসজিদে নকশা-ই-নববী" শরীফে উদযাপন করার সময় বিগত সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছিল। এর পর অতি অল্প সময়ে তাদরীসের এই সংখ্যা প্রকাশ করা খুবই কষ্টসাধ্য বিষয় ছিল। যাই হোক হযুর কিবলার নেক নজরের বদৌলতে এফ্রনে তাদরীস প্রকাশ করতে পেরে শুকরিয়া আদায় করছি।

যারা তাদরীস পাঠ করেন তারা তাদরীসের বিষয়ে কোন পরামর্শ থাকলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। পাশাপাশি ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীকার ভক্ত অনুসারিসারীগণকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি- "আপনারা তাদরীস পড়ুন, পালন করুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন ও তাদরীসের মাধ্যমে ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া তুরীকাহ-কে প্রকাশ করুন।

আসসালামু আলাইকুম!

مفتح المفاتيح من التفسير الوجي

ব্রাহ্মীর-ই-ওয়াজীহ (২)

ওম্ময়ুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-তুরীকুত, শামসুল আইম্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ
সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিঃআঃ)

ঃ আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, সেবক।

لِلَّهِ الْحَمْدُ সমস্ত গুনগান আল্লাহর জন্য। এ কথা নবীজি তাঁর সৃষ্টির প্রকালে বলেছিলেন। নবীজিকে আল্লাহ অতি প্রেম দিয়ে, অতি গুন দিয়ে, আল্লাহর নূর দিয়ে, অতি শওক ও মোহাব্বত করে আল্লাহর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। নবীজি সর্ব প্রথম সৃষ্টি যিনি সৃষ্টির পর প্রথমই আল্লাহর সামনে মস্ক অবনত হয়ে (সেজদায়) শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে لِلَّهِ الْحَمْدُ (আলহামদুলিল্লাহ) উচ্চারণ করেছেন। এতে সেজদা অবস্থায় ৭০০০০ বৎসর একই সেজদায় ছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় মাথা উঠাইয়া لِلَّهِ الْحَمْدُ বললেন। ৭০০০০ বৎসর এইভাবে নবীজি সেজদা করলেন ৭০০০০ বার। আবার মাথা উঠাইয়া আল্লাহর দিকে তাকিয়েছিলেন ৭০০০০ বার।

কাজেই নবীজি ছাড়া আল্লাহর শুকরিয়া لِلَّهِ الْحَمْدُ বলা শোভা পায় না। নবীজির পবিত্র জবান মোবারকে আল্লাহর প্রশংসা মানায় ও যথার্থ আদায় হয়। নবীজি আল্লাহর নিকট একাল গভীর সম্পর্ক নিয়ে একাল কাছেই ছিলেন ৭০০০০ ট্রিলিয়ন বৎসর নবীজি আল্লাহর সাথে একাকার অবস্থায় ছিলেন আল্লাহকে দেখেছেন, এনেছেন, বুঝেছেন, অনুভব করেছেন। নবীজি আল্লাহর কুদরত, আজমত, হিকমত, ইলম সম্পর্কে সচেতন বিধায় আল্লাহর প্রশংসা করলে মানা যায়। আল্লাহও খুশি হন। আমার মত নাদান নালায়েক, আল্লাহকে দেখি না, বুঝি না, জানি না অথচ প্রশংসা করছি এতে ছাগলামী ছাড়া আর কি? তাই আমরা বলতে পারি আল্লাহর রাসূল আল্লাহ সম্পর্কে যা যা উপস্থাপন করেছেন তা মনে প্রাণে মেনে নিলাম। আমরা নবীজির ভাষায় رَبُّ الْعَالَمِينَ لِلَّهِ الْحَمْدُ বলতে পারি। আর ইহা এ'তেকাদি ও আমলী সুন্নাত।

কারো প্রশংসা করতে হলে তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানা ফরজ। আমরা আল্লাহ নবী ওয়ালী সম্পর্কে কি জানি? কি বুঝি? কি অনুভব করি? কোন ধরনের? বা ধারণাই করবো? এমন হাজারো প্রশ্নের জন্ম হয় আর হবেই না কেন? আমরা না জানিয়া না শুনিয়া না বুঝিয়া না দেখিয়া উসাদগিরি করতে বেশ পারদর্শী। পরে যে একেবারেই ধরা খাবো এটা কি আর জানতাম। মানুষের স্বভাব **নেসার** যা তাই তো প্রকাশ

পাবে? না জানিয়া উদ্দগিরি করাও মানুষের স্বভাব। গুনীরা চিল করে, বে-আক্কেলরাই প্রশ্ন করে। বে-আক্কেলরাই তর্ক করে। মানুষ তার নিজের দোষ দেখে না অন্যের দোষ তালাশ করে। সাধনা আয়নায় কি কখনো অন্যের ছবি দেখে। মানুষ নিজের সম্পদকে তুচ্ছ মনে করে অন্যের সামান্য হলেও উহার দিকেই নজর। সে আবার আল্লাহ নবীর প্রশংসা করে কিভাবে? এমন এক পর্যায়ের মুর্থ, অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ, অদক্ষ, গ্রাম্য মানুষকে বলা হল তুমি ওয়াজ কর। ইমামতি কর। মানুষকে শিক্ষা দাও। মন্ত্রী, এম.পি, চেয়ারম্যান মেম্বর, নেতা, ম্যানেজার হও! তবে কি দেশের ধর্মের জাতির ১২ টা বাজবে না? এমনই চলছে আমাদের এই জগতে প্রতিটি সেক্টরে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই। এজন্যে তো আল্লাহ, নবী ওয়াজীহ দায়ী নয়।

আলেম বলে সমাজে যাদের আদর তারা কত বড় আলেম। আমল কারী বলে সমাজে যাদের কদর তারা কত বড় আমলদার। পীর/মাশায়েখ বলে সমাজে যাদের কদর তারা কত বড় পীর/মাশায়েখ। গুরু শিক্ষক বলে সমাজে যারা তারা কত বড় পীর/মাশায়েখ।

এমন হাজার ক্ষেত্র/পর্যায় আছে (যেখানে) আমাদের দুর্বলতাই প্রাধান্য পায়।

এমনি ভাবে আমাদের দায়িত্ব এলো (মনে করি) আমরা কি হলুম রে?

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : সমস্ত গুণগান একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালন করান।

এখানে رَبُّ দ্বারা বহু অর্থ বহন করে।

رَبُّ এর অর্থ খাদেম, খলিফা, প্রতিনিধি, অভিভাবক।

رَبُّ এর অর্থ নবী, রাসূল, ওয়ালী, গাউস, কুতব, আবদাল।

رَبُّ এর অর্থ ইমাম-মুয়াজ্জিন, রাজা-মন্ত্রী, মালিক-ম্যানেজার।

رَبُّ এর অর্থ বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, বড় ভাই বোন

رَبُّ এর অর্থ গুরু-গুশদ, পীর-মাশায়েখ

رَبُّ এর অর্থ ওকীল-ব্যারিস্টার, হাকীম, ডাক্তার, কবিরাজ

رَبُّ এর অর্থ আলেম, উলামা, জ্ঞানী, বিজ্ঞানী

رَبُّ এর অর্থ অধ্যক্ষ, সুপার, অধ্যাপক, প্রভাষক

رَبُّ এর অর্থ মাস্টার, প্রভু, মনিব, স্বামী, তত্ত্বাবধায়ক

رَبُّ এর অর্থ কাজী, হাজী, গাজী, শহীদ, কামার, কুমার

رَبُّ এর অর্থ গবেষক, সাধক, সাধু, দরবেশ, মুক্তাকী, প্রেমিক

‘এর অর্থ লিখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পাঠক

ب, এর অর্থ উপস্থাপক, পণ্ডিত, বন্ধু, সমাজপতি, সভাপতি

১. এর অর্থ নেতা, মন্ত্রী, এম.পি, সচিব, গভর্নর

১. এর অর্থ আবিষ্কারক, তাত্ত্বিক, আধ্যাতিক, মোরশেদ, ওয়াজীহ

۱. এর অর্থ আবেদ, আশেক, মখলেস, সাদেক, সালেক, সালেহ

ع, এর অর্থ আহলুল্লাহ, আহলে বাসল, সাহাবা, মরীদ

ع, এর অর্থ এতায়াত ইত্তেবা জাকের চিনাশীল।

بُ দ্বারা আলাহর اسماء الحسنیٰ সবই বর্ণানো হয়েছে।

দ্বারা নবীজির اسماء الحسنیٰ সবই বর্ণানো হয়েছে।

দ্বারা ওয়াজীহর اسماء الحسنیٰ সবই বর্ণানু হযছে।

১০. দ্বারা চন্দ্র সূর্য নদী জমিকেও বরানো যায়

১০. দ্বারা মানব কেও ধরা হয়।

ربُّ দ্বারা মানবতার কাজে জড়িত সকল শ্রেণীর সকল পেশার দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি বর্গকে বর্ণান্নো যায়।

৮) এর অর্থ ভদ্র নম্র সাবের, দয়াবান, বহুমত-কে বঝানো হয়েছে।

رب এর অর্থ মানবতার কাজে আগাইয়া আসে ব্যক্তি সংস্থাকেও ধরা যায়।

رب এর অর্থ সমাজ সংসার রাষ্ট্র নায়ককে বলা যায়।

১৫ এর অর্থ বিদ্বান, আভিজ্ঞ, ব্যক্তিকে বুঝানো হয়

১৫) ত্রৈলোক্য মনুস্কের একটু জয়সকর হইয়া লম্বা করমূল্যে ভোজ্যকার। শরের প্রাণ-
বধের তাগিত পালনে স্নান সন্ধ্যায়।

৮) এর অর্থ সত্য প্রকাশকারী সত্য

رب এর অর্থ শরীয়তের হুকুম আহকাম পালনকা

ব্যক্তি।

৬. এর অর্থ হক আদায়কারী রাজস্ব খাতে অর্থ সংগ্রহকারী ব্যক্তি।

§ الحمد لله رب العالمين

অত্র আয়াতে আল্লাহর জন্য যত গুনগান যেহেতু আল্লাহর রবগণের রব, তিনি তাঁর রবুবিয়াত সৃষ্টি করেছেন শুধু তারই প্রেম প্রকাশ করার জন্য। তাই কোরআনে হাদীসে আলোচিত হয়েছে এই বিষয়ে।

- فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ । آمِیِ خِلَامِ گُشْتِ رِہْسَیِ بَہِدِ ।
 আমি আমাকে প্রকাশের প্রেম উদয় হলে আমি আমার রবুবিয়তের প্রমাণ স্বরূপ সৃষ্টি করলাম সৃষ্টিকুল। তাদের প্রতি রবুবিয়তের দৃষ্টি দিলাম। সমস্ত সৃষ্টিই আমায় করবে সালাম। করবে সালাত কায়েম, আমার মতই করবে সিয়াম, মানব হয়ে আমি তাদের সেবা করি। আমার হায়াত মউত জন্ম মৃত্যু না আছে, মালিক হয়ে সেবা দিব কর্মচারী হয়ে প্রেম নিব, রাত হয়ে ঘুম পাড়াবো, দিন হয়ে জাগিয়ে দিব, সূর্য হয়ে আলো দিব, পাখি হয়ে গান শুনাবো, মাটি হয়ে ফসল দিবো, খাদ্য হয়ে পেটে যাবো, রোগ হয়ে যন্ত্রনা দিব, ঔষধ হয়ে এলাজ করবো, বাবা হয়ে শুক্ল দিব, মা হয়ে ডিম্ব দিব, সন্ধান হয়ে প্রেম নিবো, যুবক হয়ে আবাদ করব। ইত্যাদি এসব প্রেমের কথা রবের অর্থের করা হতে পারে। আল্লাহ জাতের মধ্যে সেফাতের মিল নেই কাজেই শেরেক হওয়ার ফতোয়া আসে না।

ربِ বা مربي হওয়ার কতগুলো শর্ত আছে।

- ❖ নীতিবান ও আদর্শবান হতে হবে।
- ❖ নিঃস্বার্থ ত্যাগী হতে হবে।
- ❖ কাঠিন ধৈর্যশীল হতে হবে।
- ❖ কঠিন ক্ষমাশীল হতে হবে।
- ❖ স্বাধীন সচেতন হতে হবে।
- ❖ উদ্দেশ্য বিহীন কর্ম দক্ষ হতে হবে।
- ❖ ব্যাতিক্রম স্বভাবের হতে হবে।
- ❖ সবার চাইতে আলাদা মনের হতে হবে।
- ❖ উদার মনের হতে হবে।
- ❖ হার্ট শক্ত ও মজবুত হতে হবে।
- ❖ উদারতা প্রশস্ত ও মহান হতে হবে।
- ❖ নিজের দিকে যত্নবানের চেয়ে যাদের দায়িতে ভার গ্রহণ করেছেন তাদের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- ❖ সিদ্ধান্তে অটল ও মজবুত থাকতে হবে।
- ❖ সামান্য কারণে অবহেলা করা চলবে না।

- ❖ ইত্যাদি শর্তগুলো যার মধ্যে বিরাজ করবে তিনি হতে পারেন একজন সত্যিকারের রব।
- ❖ সকল প্রকার লোভ লালসা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ :

رَبُّ শব্দটি বাবে تفعیل এর মাসদার হিসেবে تربية ধরা হলে তখন তার অর্থ হবে কাউকে বা কারো প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রশিক্ষণ গ্রহন করানোর জন্য বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

تربية এর গুরুত্ব বঝে শুনে দায়িত্ব পালন করা যেমন মা বাবা তার সন্তানদের প্রতি যত্নবান ও পরবর্তীতে তাদেরকেও تربية পতি আগ্রহ তৈরী করার কাজে প্রশিক্ষণ দেয়াও تربية এর আওতায় পড়ে। প্রত্যেকেই যার যার কাজের জবাবদিহি করতে হবে। تربية এর দায়িত্বশীল যারা যে পর্যায়ে যতটুকু দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন তার পরিপূর্ণ দায়িত্বের জন্য প্রশিক্ষকের নিকট জবাবদিহি করতে হবে।

নবীদের দায়িত্ব উম্মতের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ববান তাওহীদ ও নবুয়ত রেসালাতের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর খলীফা প্রতিনিধি তাদের দায়িত্বের জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কারণ হতে পারে সেটা আবার উম্মতের দেখার বা বলার কিছু নাই।

এমনি ভাবে নবীজির উপর تربية বর্তায় সমগ্র বিশ্বের উম্মতের উপর তিনি দায়িত্ব পালনে যথার্থ আদায় করেছেন কিনা সেটা দেখার ক্ষমতা আল্লাহর নিকট কোন মানুষ বা জ্বীন বা ফেরেশা উহার প্রতি দৃষ্টিপাত অন্যায় ও চরম বেয়াদবী ও নবীজির মান হানিকর।

এমনি করে সাহাবাগণের, ইমামগণের, আউলিয়াগণের ও আলেম উলামাগণের প্রতি যার যার সেক্টরে تربية এর দায়িত্ব প্রাপ্ত তারা তাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে দায়িত্ব পালনের জবাবদিহিতা করতে হবে। তাদের প্রশিক্ষক আল্লাহ ও তার রাসুলের নিকট।

উম্মতের ক্ষেত্রে যারা যে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন উহা জাগতিক বা আধ্যাত্মিক ভাবেই হোক পরোক্ষ প্রত্যক্ষ ভাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হোক মানুষের দেয়া দায়িত্ব ভার প্রাপ্ত হউক প্রতিটি ক্ষেত্রেই যার যার تربية এর দায়িত্ব পালনে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন আছে। তা না হলে প্রত্যেকেই দায়িত্বের বা জবাব দিহিতা করা লাগবে।

ولكل فن رجال

এমনিভাবে বলা হয় أمراً المدبرات

দুনিয়াবী ক্ষেত্রে আরেজী রব যারা তাদের আসলী রবের পক্ষ থেকে বিধি নিয়ম কানুন নীতিমালা রয়েছে। সকল রবের উপরে আল্লাহ নবীর কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই ক্ষেত্র বিশেষ প্রতিটি ক্ষেত্রেই রবের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এর জন্য জবাব দিহিতার ও ক্ষেত্র রয়েছে। রবের দায়িত্বপ্রাপ্ত যারা তারাই আল্লাহর খলীফা বা নবী ওয়ালী ইত্যাদি। সবই মানবের মধ্যে পড়ে। কারণ রব হতে হলে আকলে সলিম জ্ঞানী বুদ্ধিমান প্রকৌশলী হওয়া আবশ্যিক। জীনদের বা ফেরশতাদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক রবের দায়িত্ব লাভ করেছেন। তাও আবার মানুষ রবের দায়িত্ব প্রাপ্তদের সাহায্য করার জন্যই তাদেরকে রব্বুবীয়তের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কাজেই রবের দায়িত্বভারপ্রাপ্ত যারা এর মধ্যে মানুষের মধ্যে ৯০%, ৫% ভাগ জীনদের মধ্যে, ৪% ফেরেশা ও ১% ভাগ সমগ্র সমগ্র মাখলুককে দেয়া হয়েছে।

যিনি ধর্মের দায়িত্ববান তার কাছে ধর্ম সম্পর্কে জবাব চাওয়া হবে। যিনি রাজা বাদশাহ তার কাছে দেশ জাতির দায়িত্বের কথা জানতে চাওয়া হবে। এমনি ভাবে সংসারের দায়িত্ব ভার যার উপর তার কাছে উহার বিষয় জবাবদিহিতা চাওয়া হবে। একজন পীরের কাছে মুরীদের দায়িত্বের জবাবদিহিতা চাওয়া হবে। একজন ইমাম যে পর্যায়ে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন, ধর্মের ইমাম, মসজিদের ইমাম, সমাজের ইমাম, ভাষার ইমাম, মজহাবের ইমাম, ত্বরীক্বার ইমাম, খানকার ইমাম ইত্যাদি তারা বা সে তার দায়িত্বে জবাবদিহিতার জবাব দিতে হবে তার উপরওয়ালার কাছে।

যারা দেশের দেশের অন্তরে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছেন যেমন আর্মিদের দায়িত্বভার প্রাপ্ত সেনাপতি। পুলিশের দায়িত্বভার গ্রহণকারী সুপার। এমনিভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যারা যে পদে দায়িত্ব ভার প্রাপ্ত। এই ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় ইত্যাদি যে যার পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তার তাদের تربية এর জবাবদিহিতা করতে হবে। তাদের উপর ওয়ালীদের নিকট উপরওয়ালার নিকট উপরওয়ালারা তাদের উপরওয়ালাদের নিকট এমনি যেতে যেতে আল্লাহ নবীর নিকট জবাব দিহিতা করা লাগবে।

الحمد لله رب العالمين আল্লাহর শানে বলা হয়েছে। ইহা আবার নবীজির শানেও বলা হয়েছে এবং ওয়ালীগণের ক্ষেত্রেও উহা ব্যবহার করা জায়েয আছে। রবের দায়িত্বপ্রাপ্তগণের জন্য ও প্রশংসা হামদ সানা না'ত করা বা গুনগান করা জায়েয এতে শিরকের অবকাশ নাই। কাজেই সমস্ত প্রশংসার মালিক আল্লাহ পাক। এতে যদি দুনিয়াবী রবের দায়িত্ব প্রাপ্ত যারা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রশংসা করলে আল্লাহর ইনডাইরেস্ত প্রশংসার শামিল।

বাবা মার (দায়িত্ব) রুবুবীয়ত না পেলে সন্ধানের অবস্থা যা হয়, নবীজির (দায়িত্ব) রুবুবীয়ত না পেলে উম্মতের অবস্থা যাহা, পীর মাশায়েখ মোরশেদের (দায়িত্ব) রুবুবীয়ত না পেলে মুরীদের অবস্থা যা হয়, আল্লাহর (দায়িত্ব) রুবুবীয়ত না পেলে বান্দার কি অবস্থা হয় তা আর বলার প্রয়োজন হয় না।

এক মানুষ আরেজী রব হতে হলে যত শর্ত আছে সব কয়টি শর্ত থাকলে মানুষ আরেজী রব হতে পারে। ফেরেশগণের আকলে সলিম বা ফেরেশগণ গায়রে জবিউল উকুল হওয়ার কারণে তারা যেমন রব হওয়া রবের দায়িত্ব অর্পিত হয় না। তেমনি ভাবে মানুষ ছাড়া সকল প্রাণিই গায়রে জবিউল উকুল হওয়ার কারণে রুবুবীয়তের আওতায় পরে না। হাকীকতে আল্লাহর রুবুবীয়তের পর পরই মানুষকে তার প্রতিনিধি করার জন্য যা যা দরকার কাগজপত্র, দলীল, সনদ, নকশা, দাগ, খতিয়ান, নকশা, মৌজা, জমি, বীজ যাবতীয় জিনিসপত্র দান করেছে যাতে সমস্যা না হয় তার সার্বিক ব্যবস্থা করেছেন। যার কারণে মানুষ রবের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ততটা সমস্যা হয় না।

الحمد لله رب العالمين সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক (মাস্টার) প্রভু, রব মহান আল্লাহ পাক বিধায় তার জন্য সকল প্রশংসা গুনগান।

الله এর لام (লাম) টি حرف جار আর এই لام হরফে জারটি الحمد এর দিকে ইঙ্গিত করার হুকুম রাখে। তাই বান্দাগণ ইবাদতের মাধ্যমে, বন্ধুগণ প্রেমের মাধ্যমে, প্রানীরা তাদের আওয়াজের মাধ্যমে, ফেরেশরা গোলামীয়তের মাধ্যমে আল্লাহর গুনগান মান সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশান্বে প্রকাশ করবে। যে যেভাবে প্রকাশ (আল্লাহর শান) করার ক্ষমতা আছে সে সেভাবে তাঁর প্রশংসা করবে। তাই গুনগান প্রশংসার ধাপ ব্যক্তিদের কারণে রূপরেখা প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে যেমন কেউ মালাতের মাধ্যমে কেউ যাকাত, হজ্ব ও ক্বোরআনের মাধ্যমে কেউ জিকির আজকার এর মাধ্যমে কেউ তাহবীহ তাহলীলের মাধ্যমে কেউ সাধনা ও জুহুদের মাধ্যমে, কেউ মোরাকাবা মোশাহাদার মাধ্যমে, কেউ মানবতার কাজ করার মাধ্যমে, কেউ প্রানীদের উপর প্রতিপালনের মাধ্যমে গুনগান ও প্রশংসার প্রকাশ করে থাকেন। সৃষ্টির মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও জিকির ও প্রশংসা করার সুযোগ রয়েছে। যদি মনটা নিরেট ও পবিত্র থাকে একনিষ্ঠ ও আত্মহের সহিত কাজ করে বা নিয়ত করে আমি আমি আল্লাহর দেয়া আমানত রক্ষার্থে কাজ করে যাচ্ছি তাহলে সৃষ্টির বিশেষ করে মানুষের সবই ইবাদতে পরিনত হয়। নিয়তের মধ্যে গভগোল হলে ইবাদত ও নষ্ট হয়ে গুনাহে পরিনত হতে পারে। কাজেই এখানে আল্লাহ নবী ওয়াজীহর ইতায়াত ও ইত্তেবা প্রয়োজন নিয়ম কানুন নীতিমালা ইসলামী ফরমূলার বিকল্প আর কিছুই নাই।

(চলবে.....)

হযর-ই-পাক ﷺ এর রওযা মোবারকের শান

পেয়ারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শান ও মান বর্ণনা করার সাধ্য কার আছে। তাঁর শান ও মান তো খোদ আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) বর্ণনা করেছেন। যার শান ও মান খোদ আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) বর্ণনা করেন তার সীমারেখা নির্ধারণ করা কোন বান্দার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। যদি এই কাজ কেউ করার ও ভাবার চিন্তাও করে সে শুধুমাত্র বোকাই নয় নবীর দুশমনও। নবীজির শান তো দূরের কথা নবীর জিসিম (শরীর) মোবারকের সৌন্দর্যের বর্ণনা করার চেষ্টাও তো কম মুহাদ্দিস, মুফাসসির ফক্বীহ করেননি। কিন্তু তাতেও ১৪শত বৎসরের তাবৎ মনাযির জ্ঞানের সীমারেখা শেষ হয়ে গেল কিন্তু পেয়ারা নবীজির সৌন্দর্যের এক অংশও বর্ণনা করে শেষ করতে পারলেন না। আর নবীজির রওজা-ই-পাক তো বেমিসাল। ফতোয়া-ই-শামী তে আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেনঃ রওজা-ই-পাক যার সাথে আমার নবীর শরীর মোবারক লেগে আছে তা আরশে মোয়াল্লা হইতে উত্তম। এখানে রওজা-ই-পাকের সম্পর্কিত হাদীস-ই-পাক আনলাম। যদিও রওজা-ই-পাকের শান মান বর্ণনা শিরোনামে লিখছি কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যাতে পাঠকবৃন্দ ফয়েজ ও বরকত হাসিল করতে পারে। সাথে সাথে আমি অধমও তাতে শরীক হতে পারি।

عن كَعْبِ الْأَخْبَارِ، قَالَ: " مَا مِنْ نَجْمٍ فَجَرٍ يَطْلُعُ إِلَّا نَزَلَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَخْفُوا بِالْقَبْرِ يَضْرِبُونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا أَمْسَوْا عَرَجُوا، وَهَبَطَ مِثْلُهُمْ فَصَنَعُوا مِثْلَ ذَلِكَ

হযরত কা'ব আহবার রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, প্রতিদিন যখনই ফজর হয় আসমান থেকে ৭০ হাজার ফেরেশতা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের, রাওযা শরীফে অবতরণ করেন এবং চতুর্দিক থেকে রাওযা শরীফ পরিবেষ্টন করে রাখেন। তাঁরা তাঁদের পাখাসমূহকে হেলান এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকেন। অতঃপর সন্ধ্যা হয়ে গেলে এই ফেরেশতাগণ আবার উর্ধ্বগমন করেন এবং তখনই আবার সমপরিমাণ (৭০ হাজার) ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত

পূর্ববর্তীদের ন্যায় দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকেন। (যারা একবার আসবেন, তারা আর দ্বিতীয় বার আসার সুযোগ পাবে না।) সুবহানাল্লাহ!!!^১

عَنْ أَوْسُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُحِطَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَحْطًا شَدِيدًا، فَشَكُّوا إِلَيَّ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: "انْظُرُوا قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْعَلُوا مِنْهُ كَوًى إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. قَالَ: فَفَعَلُوا، فَمُطِرْنَا مَطَرًا حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ، وَسَمِنَتِ الْإِبِلُ حَتَّى تَفْتَقَتْ مِنَ الشَّحْمِ، فَسُمِّيَ عَامَ الْفَتْحِ

হযরত আওস ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রেওয়ায়েত করেন, মদীনা শরিফের অধিবাসীরা একবার অনাবৃষ্টিতে আক্রান্ত হলেন। তারা সকলে মা আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এঁর কাছে অভিযোগ করলেন। মা আয়েশা সিদ্দীকাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেনঃ নবী পাকের রওজা-ই-পাকের দিকে তাকাও। এবং (তার ছাদ মোবারকে) ফুটো করে দাও যাতে রওজা-ই-পাক ও আসমানের মধ্যে কোন ছাদ না থাকে। আওস ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, তাঁরা সকলে তাই করলেন। ফলে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষন শুরু হল। (এর ফলে প্রচুর) ঘাস জন্মালাও এবং তা খেয়ে উটগুলো এমন মোটা হয় যে তারা চর্বিতে ফুলে উঠে। এমনকি ঐ বছরের নাম 'আমুল ফাতাক' (চতুস্পদ জন্তুর মোটাতাজা হওয়ার সাল) রাখা হয়।^২

- ১) ইমাম বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, ৬/৫৫, হাদিসঃ ৩৮৭৩
- ২) ইমাম গাজ্জালি, ইহয়াউ উলুমুদ্দীন, ৪/৪৯১ পৃ
- ৩) ইবনুল জাওজী, আল ওয়াফা বি আহওয়ালিল মোস্ফা, হাদিসঃ ১৫৭৮
- ৪) ইমাম জুরকানী, যুরকানী শরীফ ৭/৩৭৯
- ৫) হিদায়াতুস সালিক, ১/১১৪
- ৬) ইবনে কাসীর, তাফসীর, সুরা আহযাব ৫৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা
- ৭) দারিমী, সুনান, ১/২২৮, হাদীসঃ ৯৫
- ৮) আবু নুয়াইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/৩৯০
- ৯) খতিব তাবরেযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩/১৬৭৮, হাদীসঃ ৫৯৫৫
- ১০) কাশলানী, মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া, ৩/৬৩১
- ১১) দারেমী, সুনান, ১/২২, হাদীসঃ ৯৩
- ১২) খতিব তাবরেযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩/১৬৭৬, হাদীসঃ ৫৯৫০
- ৩) কাশলানী, মাওয়াহিবু লাদুন্নিয়া, ৩/৩৭৪

এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

আল্লাহ এই রওজা-ই-পাকের মধ্যে কি রহমত, কি বরকত, কি হিকমত, কি রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন আল্লাহই ভালো জানেন।

আল্লামা ইকবাল (রহ) বলেন-

জাহা রওজায়ে পাক খায়রুল ওয়ারা হ্যায়

ওহ জান্নাত নেহি হে তো ফির অর কেয়া হ্যায়

যেখানে সকল উত্তমের চাইতে উত্তম রওজা-ই-পাক আছে তা জান্নাত নয় তো আর কি।

কবি বলেন-

কাভি তো সব্জ গুশ্বদ কা নাযারা হাম ভি দেখেঙ্গে

হামে বুলওয়ায়েঙ্গে আঁকা মাদীনা হাম ভি দেখেঙ্গে

কখনো আমরাও সবুজ গম্বুজের দীদার করব। আমাদেরকে নবীজি ডাকবেন, আমরাও সবুজ গম্বুজ দেখব।

আদাব সে হাথ বান্ধে উনকে রওজে পার খারে হোগে

সুনেহরি জালিও কা ইয়ু নাযারা হাম ভি দেখেঙ্গে

আদবের সাথে হাথ বেঁধে তাঁর রওজার পাশে দাড়াবো। সোনার জালির এই রকম দৃশ্য আমরাও দেখব।

দারে দওলত সে লওটায়ান নেহি জা তা কয়ি খালি

ওয়াহা খায়রাত কা বাটনা খুদায়া হাম ভি দেখেঙ্গে

(অটেল) সম্পদের দরজা থেকে কেউ খালি ফেরে না। সেখানে খোদার খয়রাত (ভিক্ষার) দেওয়া আমরাও দেখব।

সাধনা অর্থ সাধ + না।

যেখানে কোন সাধ থাকে

না তাকেই সাধনা বলে।

ইলমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: رَبٌّ لَا أَذْرِي، فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হযুর নবী-ই-পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ (মে'রাজের রাতে) আমার রব আমার নিকট (তাঁর শান মোতাবেক) খুবই সুন্দর সুরতে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেনঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি বললামঃ হে আমার রব, আমি হাজির। বার বার হাজির। আল্লাহ বললেনঃ 'আলমে বালার ফেরেশতাগণ কোন কথায় বিতর্ক করে?' আমি বললামঃ হে আমার রব! আমি জানি না। এরপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের হাত আমার দুই কাঁধের মাঝখানে রাখলেন এবং আমি আমার বুকে তার ঠান্ডা অনুভব করেছি। এবং ঐ সব কিছু জেনে গিয়েছি যা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রয়েছে।

হাদিসটি তিরমীযি ও আবু ইয়া'লা রেওয়ায়েত করেছেন।

ইমাম তিরমিযী বলেনঃ এই হাদীস হাসান।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঐর-ই আরেকটি রেওয়ায়েতে শব্দগুলো এমন- হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

'আর আমি জেনে গেছি যা কিছু আসমানে এবং যমীনে আছে।

এটি তিরমিযী, আহমদ ও দারেমী রেওয়ায়েত করেছেন। শব্দগুলো দারেমীর।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ঐর রেওয়ায়েতে আছে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ

এবং আমার ওপর সকল কিছুর হাকীকত প্রকাশ করা হল যা থেকে আমি (সব কিছু) জেনে নিলাম।

এটি ইমাম তিরমীযী, আহমদ ও তাবরানী রেওয়ায়েত করেছেন।

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রেওয়ায়েতে বর্ণিত হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ

فَعَلِمْتُ فِي مَقَامِي ذَلِكَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

অতঃপর আমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের সম্পর্কে করা যায় এমন প্রশ্নসমূহ ও তার উত্তরসমূহ আমি ঐ মকামে জেনে নিয়েছি।

হাদীসটি ইমাম তাবরানী ও রুইয়ানী রেওয়ায়েত করেছেন।

আরেকটি রেওয়ায়েতের শব্দগুলো হলঃ হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

فَعَلِمْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَبَصُرْتُهُ

আমি দুনিয়া ও আখিরাতের প্রত্যেকটি জিনিসের হাকীকত জেনেও নিয়েছি আর দেখেও নিয়েছি।

জাবের ইবনে সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত শব্দগুলো হল-

فَمَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا عَلِمْتُهُ

হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ এরপর আমার নিকট যখনই কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল তো আমি তা জেনে নিয়েছি। এরপর কখনো এমন হয় নি যে, আমার নিকট কোন কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে আর আমি তা জানি না।

হাদীসটি ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ ও ইমাম ইবনে আবী আছেম রেওয়ায়েত করেছেন।^৩

১. তিরমীযী, সুনান, কিতাবুত তাফসীর, বাবু সুরা সাদ, ৫/৩৬৬-৩৬৮, হাদীসঃ ৩২৩৩-৩২৩৫
২. দারেমী, সুনান, কিতাবুর রুইয়া, ২/১৭০, হাদীসঃ ২১৪৯
৩. আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ, ১/৩৬৮, ৪/৬৬, ৫/২৪৩, হাদীসঃ ৩৪৮৪, ২২১৬২, ২৩২৫৮
৪. তাবরানী, মুজামুল কবীর, ৮/২৯০, হাদীসঃ ৮১১৭,
৫. তাবরানী, মুজামুল কবীর, ২০/১০৯, ১৪১, হাদীসঃ ২১৬, ৬৯০
৬. রুইয়ানী, মুসনাদ, ১/৪২৯, হাদীসঃ ৬৫৬, ২/২৯৯, হাদীসঃ ১২৪১
৭. আবু ইয়াল্লা, মুসনাদ, ৪/৪৭৫, হাদীসঃ ২৬০৮
৮. ইবনে আবী শায়বাহ, মুসান্নাফ, ৬/৩১৩, হাদীসঃ ৩১৭০৬
৯. ইবনে আবী আছেম, আল আহাদ ওয়াল মাছানী, ৫/৪৯, হাদীসঃ ২৫৮৫
১০. ইবনে আবী আছেম, আল আহাদ ওয়াল মাছানী, ১/২০৩, হাদীসঃ ৪৬৫
১১. আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ, সুন্নাহ, ২/৪৭৯, হাদীসঃ ১১২১

নূর-ই-মোহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর আক্বীদা হল রাসূল-ই-পাক, সাহিব-ই-লাওলাক, নূর-ই-মুজাসসাম, হাবীব-ই-কিবরিয়া, হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নূর।

আমাদের প্রাণের আঁকা, ওয়াজীহিয়া মোহাম্মাদিয়া ত্বরীক্বাহর চিরস্থায়ী ইমাম, মুজাদ্দিদ-ই-আলফি আউয়াল, নকশা-ই-নবী, সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ ওয়াজীহ উল্লাহ রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নূর-ই-মোহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাক্কীকাত সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। তিনি নূর-ই-মোহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেন-

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

অর্থঃ আমি আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হল; কিন্তু মানুষ তা বহণ করল।

(সূরা আহযাব ৭২)

অনুবাদ-ই-ওয়াজীহ : নিশ্চয়ই আমি আমার “আমানত” “নূর-ই-মোহাম্মাদী” গ্রহণের জন্য গগণ, ভূবন, পর্বত সমূহে টেন্ডার নোটিশ আহ্বান করেছিলাম, সবাই তাঁদের নিজেদের অক্ষমতা ও দুর্বলতার কথা জানিয়ে আমার ‘আমানতের’ “নূর-ই-মোহাম্মাদী” ভার নিতে অপারগতা প্রকাশ করায় একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ জীব “মানব” আমার “আমানত” “নূর-ই-মোহাম্মাদী” সাচ্ছন্দে খিলাফতের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করল। যদিও তাঁরা উহার হাক্কীক্বত আমার ‘আমানত’ ও “নূর-ই-মোহাম্মাদী” সম্পর্কে নিতান্তই অনভিজ্ঞ, উহার দায়িত্ব ভার গ্রহণ তাঁদের জন্য অতিকষ্টকর।

১২. হাকেম তিরমিযী, নাওয়াদিরুল উসুল, ৩/১২০

১৩. মুনিযীরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১৫৯, হাদীসঃ ৫৯১

১৪. ইবনে আবদুল বার, তামহীদ, ২৪/৩২৩

১৫. হায়সমী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/১৭৬-১৭৮

এছাড়াও আমরা কুরআন ও হাদিসে নূর-ই-মোহাম্মাদী বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নূর তার প্রমাণ পাই।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین

অর্থঃ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে।^৪

আলোচ্য আয়াতে নূর দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বুঝানো হয়েছে। অনেক প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীরে একথা বলা আছে- রঈসুল মুফাসসিরীন হযরত ইবনে আববাস (রাঃ) এর বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ইবনে আববাস এর মধ্যে আছে-

قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین یعنی محمدا صلي الله عليه وسلم

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর তরফ হতে তোমাদের নিকট নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন।^৫

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তবারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ ইবনে জারীর এর মধ্যে বলেন-

قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین یعنی بالنور محمدا صلي الله عليه

و سلم الذي انار الله به الحق و اظهر به الاسلام و محق به الشرك-

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন, যে নূর দ্বারা আল্লাহ সত্যকে উজ্জ্বল ও ইসলামকে প্রকাশ করেছেন এবং শিরিককে নিশ্চিহ্ন করেছেন।^৬

মুহীউস সুন্নাহ আল্লামা আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু (যিনি খাজিন নামে পরিচিত) তাফসীরে খাজেনের মধ্যে বলেন-

قد جاءكم من الله نور و كتاب مبین یعنی بالنور محمدا صلي الله عليه

و سلم انما سماه الله نور لانه يهدى بالنور في الظلام-

^৪ সূরা মায়িদা আয়াত- ১৫

^৫ তাফসীরে ইবনে আববাস পৃষ্ঠা ৭২

^৬ তাফসীরে ইবনে জারীর ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৬, সূরা মায়িদা আয়াত ১৫

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নামকরণ করেছেন নূর, কারণ তাঁর নূরেতে হেদায়ত লাভ করা যায়। যেভাবে অন্ধকারে নূর দ্বারা পথ পাওয়া যায়।^৭

ইমাম হাফেজ উদ্দীন আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আন- নাসাফী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই আয়াত শরীফ (قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين) প্রসঙ্গে বলেন-

والنور محمد عليه والسلام لانه يهتدي به كما سمي سراجا منيرا-

আর নূর হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা তাঁর নূরেতে হেদায়ত লাভ করা যায়, যেমন তাঁকে উজ্জ্বল প্রদীপ বলা হয়েছে।^৮

ইমামুল মুতাকাল্লেমীন আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

ان المراد بالنور محمد صلي الله عليه وسلم وبالكتاب القرآن-

অর্থঃ নিশ্চয়ই নূর দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কিতাব দ্বারা আল কোরআন মজীদকে বুঝানো হয়েছে।^৯

আর যারা বলে যে 'নূর ও কিতাবে মুবীন' দ্বারা কুরআন মজীদকেই বুঝানো হয়েছে, ইমাম রাযী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সে সম্পর্কে বলেন-

هذا ضعيف لان العطف يوجب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه

এই অভিমত দুর্বল, কারণ আতফ (ব্যাকরণগত সংযোজিত) মা'তুফ (সংযোজিত) ও মা'তুফ আলাইহি (যা তার সাথে সংযোজন করা হয়েছে) এর মধ্যে ভিন্নতা প্রমাণ করে।^{১০}

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেনঃ

قد جاءكم من الله نور هو نور النبي صلي الله عليه وسلم

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর এসেছে, তা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর মোবারক।^{১১}

^৭ তাফসীরে খাজিন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৭

^৮ তাফসীরে মাদারিক ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৭

^৯ তাফসীরে কবীর ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৫, সূরা মায়িদা আয়াত ১৫

^{১০} তাফসীরে কবীর ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৫

আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

قد جاءكم من الله نور هو نور عظيم هو نور الانوار النبي المختار صلى الله عليه وسلم الى ذهب قتادة والزجاج-

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে মহান নূর এসেছে। আর তিনি হলেন নূরুল আনোয়ার নবী মোখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটাই হযরত কাতাদাহ ও যুজাজের অভিমত।^{২২}

আল্লামা ইসমাঈল হকী রাহিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

قيل المراد بالاول هو الرسول صلى الله عليه وسلم وبالثاني القران

অর্থঃ বলা হয়েছে যে, প্রথমটা অর্থাৎ নূর দ্বারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বুঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়টা অর্থাৎ কিতাবে মুবীন দ্বারা কুরআন কে বুঝানো হয়েছে। তাফসীরে রুহুল বয়ান ২খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯
আরো অগ্রসর হয়ে বলেন-

سمى الرسول نورا لان اول شئ اظهره الحق بنور قدرته من ظلمة العدم
كان نور محمد صلى الله عليه و سلم كما قال اول ما خلق الله نوري-

অর্থঃ বলা হয়েছে যে, প্রথমটা অর্থাৎ নূর দ্বারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বুঝানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়টা অর্থাৎ কিতাবে মুবীন দ্বারা কুরআন কে বুঝানো হয়েছে।^{২৩}
আরো অগ্রসর হয়ে বলেন-

سمى الرسول نورا لان اول شئ اظهره الحق بنور قدرته من ظلمة العدم
كان نور محمد صلى الله عليه و سلم كما قال اول ما خلق الله نوري-

অর্থঃ আলাহ তায়ালা রসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম রেখেছেন নূর। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কুদরতের নূর থেকে সর্বপ্রথম যা প্রকাশ

^{২২} তাফসীরে জালালাইন শরীফ পৃষ্ঠা ৯৭

^{২২} তাফসীরে রুহুল মাআনী ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭

^{২৩} তাফসীরে রুহুল বয়ান ২খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬৯

করেছেন তা তো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নূর মোবারক। যেমন তিনি বলেছেন- আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম আমার নূর মোবারক কে সৃষ্টি করেছেন।^{১৪} ইমাম মুহীউস সুনান আবু মুহাম্মদ আল- হোসাইন আল-ফাররা আল-বাগাতী রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন-

قد جاءكم من الله نور يعني بالنور محمدا صلي الله عليه وسلم

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট হতে তোমাদের কাছে নূর অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছেন।^{১৫}

পবিত্র হাদীস শরীফে আছে-

رَوَى عَبْدُ الرَّدَّاقِ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ ابْنِ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي أَخْبَرْنِي عَنْ أَوَّلِ شَيْءٍ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ الثُّورُ يَدُورُ بِالْقُدْرَةِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّتٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَاكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جَنِّيٌّ وَلَا إِنْسِيٌّ - فَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ - قَسَمَ ذَلِكَ الثُّورَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ - فَخَلَقَ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ الْقَلَمَ وَمِنْ الثَّانِي اللَّوْحَ وَمِنْ الثَّلَاثِ الْعَرْشَ - ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ - وَمِنْ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ - وَمِنْ الثَّلَاثِ بَاقِيَ الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ السَّمَوَاتِ وَمِنْ الثَّانِي الرُّضِينَ وَمِنْ الثَّلَاثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ ثُمَّ قَسَمَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ فَخَلَقَ مِنَ الْأَوَّلِ نُورَ أَبْصَارِ الْمُؤْمِنِينَ الثَّانِي نُورَ قُلُوبِهِمْ

^{১৪} তাফসীরে রুহুল বয়ান ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৯

^{১৫} তাফসীরে মাআলিমুত তানযীল, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩, তাফসীরে খাযিনের পাদ টীকা

وَهِيَ الْمَعْرِفَةُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ الثَّلَاثِ نُورٌ أَنْسِهِمْ وَهُوَ التَّوْحِيدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

অর্থঃ ইমাম আবদুর রায়যাক, মোয়াম্মার হতে, তিনি ইবনে মুনকাদার হতে তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা হতে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী রা বলেন- আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ সা আপনার উপর আমার পিতা মাতা উৎসর্গীত হোক, আমাকে দয়া করে খবর দিন আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি করেছেন ? তদুত্তরে নবী করীম সা বললেন-হে জাবের! আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম সমস্ত বস্তুর পূর্বে তার নিজ নূর হতে তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ নূর (লা মাকানে) আল্লাহ তালায়ার ইচ্ছা অনুযায়ী পরিভ্রমণ করতে থাকে। কেননা ঐ সময় না ছিলো লাওহে-মাহাফুজ, না ছিল কলম, না ছিল বেহেশত না ছিল দোযখ, না ছিল ফেরশতা, না ছিল আকাশ, না ছিল পৃথিবী, না ছিল সূর্য, না ছিল চন্দ্র, না ছিল জীবন জাতি, না ছিল মানবজাতি। তারপর যখন আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলেন- তখন আমার ওই নূরকে চারভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে কলম, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে লাওহে মাহফুয এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করলেন। অবশিষ্ট এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথম ভাগ দিয়ে আরশ বহনকারী ফেরেশতা, দ্বিতীয় অংশ দিয়ে কুরসী এবং তৃতীয় ভাগ দিয়ে অন্যান্য ফেরেশতা সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় চার ভাগের এক ভাগকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে আকাশ, দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে জমিন এবং তৃতীয়ভাগ দিয়ে বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করলেন। তৃতীয়বার অবশিষ্ট এক ভাগকে পুনরায় চার ভাগ বিভক্ত করে প্রথমভাগ দিয়ে মুমিনদের নয়নের নূর (অস্দ্গিষ্টি) দ্বিতীয়ভাগ দিয়ে মুমিনদের কলবের নূর- তথা আলহর মারেফাত এবং তৃতীয়ভাগ দিয়ে মুমিনদের মহব্বতের নূর- তথা তাওহীদী কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। ^{১৬}

- ^{১৬} (১) আবদুর রাজ্জাক, মুসান্নাফ, ১/৯৯, হাদীস ১৮
 (২) বায়হাকী, দালায়েলুন নবুওয়াত ১৩/৬৩
 (৩) কাম্বলানী, মাওয়াহেবুল্লাদুনুয়া ১/৯
 (৪) আবদুল হক মুহাদ্দীস দেহলবী, মাদারেজুন নবুওয়াত ২/২
 (৫) যুরকানী, শরহে শেফা ১/৪৬
 (৬) মাহমুদ আলুসী, রফুল মায়ানী ১৭/১০৫
 (৭) হালবী, সিরাতে হলবীয়া ১/৩০
 (৮) মাতালেউল মাসাররাত ২৬৫ পৃ

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ, যিনি এই উপমহাদেশে হাদীস শরীফের ব্যাপক প্রচার প্রসার করেছেন, সুদীর্ঘ সময় মদীনা শরীফে যিনি ইলিম চর্চা করেছেন। যিনি প্রতিদিন হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাত লাভ করতেন, ইমামুল মুহাদ্দিসীন শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনি উক্ত হাদীছে জাবির রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বা নূর সংক্রান্ত হাদীছ শরীফকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর কিতাবে লিখেন-

در حدیث صحیح وارد شد کہ اول ما خلق الله نوري

অর্থ: “সহীহ হাদীস শরীফে” বর্ণিত হয়েছে যে, হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম আমার নূর মুবারক সৃষ্টি করেন!”^{১৭}

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ, আরেফ বিল্লাহ, সাইয়্যিদিনা আব্দুল গনী নাবলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীস শরীফকে সরাসরি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

- (৯) ফতোয়ায়ে হাদীসিয়া ১৮৯ পৃ
- (১০) ইবনে হাজর হায়তামী, নিমাতুল কুবরা ২ পৃ
- (১১) হাদ্বীকায়ে নদীয়া ২/৩৭৫
- (১২) দাইলামী শরীফ ২/১৯১
- (১৩) মকতুবাত শরীফ ৩ খন্ড ১০০ নং মকতুব
- (১৪) মওজুয়াতুল কবীর ৮৩ পৃ
- (১৫) ইনছানুল উয়ন ১/২৯
- (১৬) আল আনোয়ার ফি মাওলিদিন নবী ৫ পৃ
- (১৭) আফদালুল কুরা
- (১৮) তারীখুল খমীস ১/২০
- (১৯) নুজহাতুল মাজালিস ১ খন্ড
- (২০) দুররুল মুনায্জাম ৩২ পৃ
- (২১) কাশফুল খফা ১/৩১১
- (২২) তারিখ আননূর ১/৮
- (২৩) আনোয়ারে মুহম্মদীয়া ১/৭৮
- (২৪) আল মাওয়ারিদে রাবী ফী মাওলীদিন নবী ৪০ পৃষ্ঠা
- (২৫) নশরুতত্বীব ৫ পৃ
- (২৬) শিহাবুছ ছাকিব ৫০
- (২৭) রেসালায়ে নূর ২ পৃ
- (২৮) দেওবন্দী আজিজুল হক অনুবাদ কৃত বুখারী শরীফ ৫/৩

^{১৭} মাদারেজুন নবুওয়াত ২য় খন্ড ২ পৃষ্ঠা।

قد خلق كل شيء من نوره صلي الله عليه و سلم كما ورد به الحديث الصحيح

অর্থ: নিশ্চয়ই প্রত্যেক জিনিস হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর মুবারক থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যেমন এ ব্যাপারে সহীহ হাদীছ শরীফ বর্ণিত রয়েছে।”^{১৮}

ইমামুল মুফাসসিরীন, মুফতীয়ে বাগদাদ, হযরত আলুসী বাগদাদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীছ শরীফকে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর কিতাবে লিখেন-

ولذا كان نوره صلي الله عليه و سلم اول المخلوقات ففي الخبر اول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر

অর্থ : সকল মাখলুকাতের মধ্যে সর্বপ্রথম সৃষ্টি হলো, নূরে মুহম্মদী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হে জাবির রদ্বিয়াল্লাহু আনহু! আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর মুবারক সৃষ্টি করেছেন।”^{১৯}

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন, আল্লামা ইমাম মুহম্মদ মাহদ ইবনে আহমদ ফাসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদীছ শরীফকে সহীহ বলে নিজের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন-

اول ما خلق الله نوره ومن نوري خلق كل شيء

অর্থ : মহান আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমার নূর মুবারক সৃষ্টি করেন এবং আমার নূর মুবারক থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেন।”^{২০}

উক্ত হাদীছ শরীফের সমর্থনে বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ছহীবে মেরকাত, ইমামুল মুহাদ্দিসীন মুল্লা আলী কারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وامانوره صلي الله عليه و سلم فهو في غاية من الظهور شرقا و غربا
و اول ما خلق الله نوره و سماه في كتابه نورا

^{১৮} হাদীক্বায়ে নদীয়া- দ্বিতীয় অধ্যায়-৬০ তম অনুচ্ছেদ-২য় খন্ড ৩৭৫ পৃষ্ঠা

^{১৯} রুহুল মায়ানী ৯ তম খন্ড ১০০ পৃষ্ঠা

^{২০} মাতালেউল মাসাররাত ২৬৫ পৃষ্ঠা

অর্থ: হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর মুবারক পূর্ব ও পশ্চিমে পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আর মহান আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম তাঁর নূর মুবারক সৃষ্টি করেন। তাই নিজ কিতাব কালামুল্লাহ শরীফে তাঁর নাম রাখেন নূর।”^{২১}

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ, আল্লামা আবুল হাসান বিন আদিল্লাহ আল বিকরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন -

قال علي رضي الله عنه كان الله ولا شيء معه فاول ما خلق نور حبيبه قبل

ان يخلق الماء والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة وانار والحجاب

অর্থ: হযরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আলাইহিস সালাম বলেন, শুধুমাত্র আল্লাহ পাক ছিলেন, তখন অন্য কোন অস্তিত্ব ছিলো না। অতঃপর তিনি পানি, আরশ, কুরসী, লওহো, ক্বলম, জান্নাত, জাহান্নাম ও পর্দা সমূহ ইত্যাদি সৃষ্টি করার পূর্বে তাঁর হাবীব ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর মুবারক সৃষ্টি করেন।”^{২২}

বিখ্যাত তাফসির কারক, ইমামুল মুফাসসিরীন, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

ان الله تعالى خلق جميع الاشياء من نور محمد صلي الله عليه و سلم ولم

ينقص من نوره شيء

অর্থ: এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ পাক সকল মাখলুকাত “নূরে মুহম্মদী” সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ “নূরে মুহম্মদী” সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কিঞ্চিৎ পরিমাণও কমে নাই।”^{২৩}

আশরাফ আলী থানবী তার কিতাব “নশরুত তীব” এ প্রথম যে অধ্যায় রচনা করেছেন তার নাম দিয়েছে “নূরে মুহম্মদীর বিবরণ”।

এখানে প্রথমেই যা লিখেছে তা হলো- “আব্দুর রাজ্জাক তাঁর সনদসহ হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি আরজ করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কোরবান হউক, আমাকে এই খবর দিন যে, আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম কোন বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন? প্রিয়নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু! আল্লাহ পাক সবকিছুর পূর্বে স্বীয় নূর আপনার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন।

^{২১} আল মওয়ুআতুল কবীর ৮৩ পৃষ্ঠা

^{২২} আল আনওয়ার ফী মাওলিদিন নাবিয়্যিল মুহম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- ৫ পৃষ্ঠা

^{২৩} তাফসীরে রুহুল বয়ান ৭ম খন্ড ১৯৭-১৯৮ পৃষ্ঠা

یا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبیک

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন , হে জাবের! আল্লাহ সর্ব প্রথম তোমার নবীর নর মোবারক সৃষ্টি করেছেন ।

এই কিতাবের ৬ পৃষ্ঠায় তিনি আরো উল্লেখ করেন,

كنت نور ابين يدي ربي قبل خلق ادم باربعة عشر الف عام

হজুর পাক সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন , আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টির ১৪০০০ বছর পূর্বে আমি আমার রবের নিকট নূর হিসেবে ছিলাম । মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী উনার শিহাবুস ছাকিব কিতাবের ৫০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ,

غرضیکہ حقیقت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ و السلام و التحیتہ و اسطہ

جمله کمالا عالم و عالمای ہے، یہ ہے معنی، لو الاک لما خلقت

الافلاك اور اول ما خلق الله نوری اور ان نبی الانبیا کے

ہے

সমস্ত আলম নূরে মোহাম্মদী হতে সৃষ্ট । যদি আপনি নবী সৃষ্টি না হতেন তাহলে এই আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করতাম না । মহান আল্লাহ পাক সর্ব প্রথম আমার নূর মোবারক সৃষ্টি করেন এবং আমিই নবীদের নবী এই সকল হাদিস থেকে এটাই বঝানো হয়েছে ।

Life History of Naksha-E-Nabi Saiyedina Hazrat Mawlana kwaja sheikh syed Abul Khair Muhammad Wajeesh Ullah

Ta'rif-E-Nasabi of Wajeesh :

Saiyedina Hazrat Mawlana kwaja sheikh syed Abul Khair Muhammad Wajeesh Ullah is the 42nd person (paternal) of Hazrat Umar Faruq and 41st person (maternal) of Sayeedina Hazrat Ali

The holy birth of Wajeesh

Sayeedina Wajeesh was born in Nanupur, village of Chadpur (currently district) of Kumilla (Tripura of that time) in a high family (Faruqi family) in 12th Jilqad 1350 H. (yawmul khamis), 10th March 1932 A.D, 27th Falgun 1338 Bangabda.

N.B. The Nur of Wajeesh was transferred from his father Sayed Ahmadullah's La-Makam to Sayeedah Ayesha's womb in 17th may 1931 A.D., 3rd Jaysatha 1338 Bangla, 9th Muharram 1349 H. in yawmul ahad.

The Holy birth time:

Sayeedina Tajidar-E-Bangla Wajeesh was born at dawn 5:30 am.

The Maternal side of Wajeesh

Our beloved, Sayeedina, Murshiduna, Tajidar-E-Bangla, Sarkar-E-Do'alam, Mujaddid-E-Alfi Auwal, Shamsul Arefeen, Naksha-E-Nabi, Alhaj Hazrat Mawlana Shah-sufi Khwaja Sheikh Sayed Abul Khair Muhammad Wajeesh Ullah is the son of Sayedah Ayesha (r.a), the 41st person of Hazrat Muhammad (s).

The Paternal side of Wajeesh

From the paternal side Sayedina Wajeesh is the 42nd holy person of Sayedina Umar. So Sayeedina, Murshiduna, Tajidar-E-Bangla, Sarkar-E-Do'alam, Mujaddid-E-Alfi Auwal, Shamsul Arefeen, Naksha-E-Nabi, Alhaj Hazrat Mawlana Shah-sufi Khwaja Sheikh Sayed Abul Khair Muhammad Wajeesh Ullah is the holy person of Faruqi Family. The 6th person of Wajeesh, Sayedina Hazrat Mawlana Sheikh Sayed Abul Khair Muhammad Khwaja Abdullah Gaji Muhajir-E-Makki and his wife Sayedah

Hazrat Amina (r.a) with their only son, came to the Arakan province of Chhattagram for doing business or leading life with the merchants by water way before 300/350 years.

The Paternal side of Wajeesh (4 kursi)

1. The holy father's name of Wajeesh (r) :

Sayedina Hazrat Mawlana Shah-sufi Khwaja Sheikh Sayed Abul Khair Muhammad Ahmad Ullah ﷺ Faruqi, Gazi, Munshi, Hanafi, Qaderi, Cishti, Nakshbandi, Mujaddidi, Muhammadi, Nanupuri, Chadpuri, Kumilla, East Bangla. Birth/ Milad sharif: 14th october 1892 A.D., Day: yawmul Khamis, 29th Ashin 1299 Bangla. Death: 24th December 1942 A.D, day: Yawmul Khamis, 10th Poush 1349 Bangla.

2. The holy grandfather's name of wajeesh (s) :

Sayedina Hazrat Mawlana Shahsufi Khwaja Sheikh Sayed abul Khair Muhammad Abul Abbas (ra) Faruqi, Makki, Gazi, Munshi, Hanafi, Qaderi, Cishti, Nakshbandi, Mujaddidi, Muhammadi, Nanupuri, Chadpuri, Kumilla, East Bengal. It should be noted here that he died during the time of performing Hajj and was buried in Jannatul Mualla. He was very famous poet of high dignity. Some of his famous works are: Qalila, Dimona etc.

3. The holy name of the father of the grandfather's name of Wajeesh (s) :

Sayedina Hazrat Mawlana Shahsufi Khwaja Sheikh Sayed abul Khair Muhammad Irfan Faruqi, Makki, Hijri, Gazi, Hanafi, Qaderi, Cishti, Nakshbandi, Mujaddidi, Muhammadi, Islamabadi (chattagram).

4. The holy name of the father of the father of the grandfather of Wajeesh (s) :

Sayedina Hazrat Mawlana Shahsufi Khwaja Sheikh Sayed abul Khair Muhammad Ahmad (ra) , Hijri, Mojahidi, Munshi, Gazi, Hanafi, Qaderi, Cishti, Nakshbandi, Mujaddidi, Muhammadi, Islamabadi (chattagram).

দিওয়ান-ই-হাসেমী- (২)

ওশায়ুল আসাতিয়া, মুজাদ্দিদ-ই-ত্বরীক্বত, শামসুল আইস্মাহ, হযরত মাওলানা খাজা শায়খ
সাইয়্যিদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ শামসুদ্দীন হাসেমী ওয়াজীহ মোহাম্মদী (মাগজিহআঃ)

শিক্ষক হয়ে শিক্ষা দেয়
শিষ্য হয়ে শিক্ষা নেয় ॥
মোরশেদ রূপে খানকায় বসে
মুরিদ হয়ে ভক্তি দেয় ॥
মা সেজে সোহাগ দেয়
সন্মান সেজে দুগ্ধ খায় ॥
মাটির রূপে শস্য পালন
ফসল সেজে ঘরে উঠায় ॥
আকাশ হয়ে মেঘ সাজে
বিশ্বের মাঝে বারি নামে ॥
কবি সেজে কাব্য লিখে
ভক্ত হয়ে গান শিখে ॥
সুর হয়ে বাজে বাঁশি
হৃন্দ হয়ে রাগ লহরী ॥
গন্ধ হয়ে ফুলের মাঝে
সুভাস ছড়ায় এ ভূবনে ॥
আল্লাহ হয়ে আরশে থাকে
দেব দেবী হয়ে মাটিতে নামে ॥
ইশ্বর রূপে ভক্তের মাঝে
বৌদ্ধ হয়ে সাধন করে ॥
মুহাম্মদ মীম রূপে
আহমদের আলিফ
কোরআনের কলব তুমি
বিশ্ব জগতের নূর ॥
নবী হয়ে জনম নিয়ে
কর নবুয়্যত প্রচার,
রসূল হয়ে এই জগতে

কর সম্প্রচার ॥
কৃষক হয়ে আবাদ কর
ফসল হয়ে ক্ষেতে,
বৃষ্টি হয়ে আকাশ হতে
পালি হয়ে ঢুকে ॥
ফুলে রেনু বাতাসে মিশে
পরাগ হয়ে ফুটে
সুভাস হয়ে ফুলে ফুলে
গন্ধ বিলাও বিশ্বে ॥
স্বাদ হয়ে ফলে থাক
লোভে ছোটো মানুষ,
পশু পাখি মুগ্ধ হয়ে
তোমার বুকেই থাকে ॥
অনল হয়ে রান্না কর
খাও তুমি ভুখা সেজে,
খাওনা তুমি সবাই সবাই মানি
খাও তুমি সৃষ্টির মুখে মুখে ॥
মানব তরী তোমার জাহাজ
বিশ্ব ব্যাপী চলে,
তোমার ইচ্ছায় নোঙ্গর করে
স্থল কিংবা জলে ॥
তোমার জন্যই তৈরী তরী
তুমি তার চুকানী
ভিড়াও তরী ইচ্ছামত
সময়ে বা অসময়ে ॥
কোন ঘাটে বান্দ তরী
নাই তার ঠিকানা,

ফলের স্বাদ হয়ে তুমি
মুগ্ধ কর সকল প্রণী ॥
বিশ্ব মঞ্চে নাট্যকার
তোমার দেয়া এই সংসার ॥
চালাও তুমি চল তুমি
নেক বদ হিসাব কর,
স্বর্গ নরক দেখাও কারে
গুপ্ত রহস্য গোর অন্ধকার ॥
বাস কর ইচ্ছা করে
মানব হৃদয় মন্দিরে,
তুমি নিজেই ঘর বানাইয়া
থাক তোমার ঘরে,
তোমার ইচ্ছায় বসত কর
আবার ভাঙ্গ পরে ॥

!!!আলহামদুলিল্লাহ!!!

জ্যুর বিশ্বনা আল্লামা শায়খ মাইয়িদ আবুল খায়ির মোহাম্মদ
শামসুদ্দীন হাযেমী (মাঃজিঃআঃ) এর নেগাহ ও কবমে-

"গাদরীজ" এখন মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রতি মাসের
৬ তারিখে প্রকাশিত হবে।